সমকাল

তারিখ ... 22 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ .....

নেত্রকোনার বারহাট্টার আশিয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে খোলা আকাশের নিচে — সমকাল

গাছতলায় পাঠদান কমছে শিক্ষার্থী

বারহাট্টা

আশিয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

■ খলিলুর রহমান শেখ, *নেত্রকোনা*

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার সিংধা ইউনিয়নের আশিয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করানো হচ্ছে। বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনটি গত এপ্রিল মাসে কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত ঘোষণার পর থেকে গাছতলায় ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় শিক্ষা বিকাশের লক্ষ্যে কতিপয় শিক্ষানুরাগী আশিয়ন প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণের কয়েক বছরের মধ্যে এর বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দেয়। বিদ্যালয়ের ছাদ ও দেয়াল থেকে প্লাস্টার খসে পড়তে থাকে। তার পরও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ওই ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাঠদান অব্যাহত রাখেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা চলাকালে বিদ্যালয় ভবনের বিম ভেঙে পড়ে আবুল হাসান নামে ৫ম শ্রেণির এক ছাত্র গুরুতর আহত হয়। পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্কুলসংলগ্ন খোলা জায়গায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান শুরু করেন।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর বিদ্যালয় ভবনটি সংস্কারে বারবার আবেদন করলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রোদ-বৃষ্টি-ঝড় মাথায় নিয়ে বৈরী পরিবেশে ক্লাস করতে গিয়ে কোমলমতি শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে আকাশে মেঘ দেখলেই বিদ্যালয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজাতে বাধ্য হয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। বর্তমানে ১৬১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার অর্ধেকে নেমে এসেছে, যা খুবই হতাশাজনক। দ্রুত ভবনটি পুনর্নির্মাণে কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমতে কমতে এক সময় বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।

আবুল হাসেম, রইছ উদ্দিন, কিতাব আলীসহ বেশ কয়েকজন অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কত দিন আর শিশুদের এভাবে খোলা আকাশের নিচে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে হবে! সংস্কারের উদ্যোগ না নিলে ছেলে-মেয়েদের অন্য কোথাও ভর্তি করব।

আশিয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিছুর রহমান বলেন, খোলা আকাশের নিচে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে আর কত দিন ক্লাস চালানো সম্ভব! পরিত্যক্ত বিদ্যালয় ভবনটি পুনর্নির্মাণে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করার পরও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

নেত্রকোনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার একেএম রিয়াজ উদ্দিন জানান, ওই বিদ্যালয়ের বিষয়টি তার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।